দৈনিক বাংলা

111

তারিখ 22 JAN 1987
পৃষ্ঠা 1 5 কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ভার্সিটিতে আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখা হয় না

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ঠিকভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা এবং সঠিকভাবে ব্যালান্সশীট তৈরি করা হয় না। এব্যাপারে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের অফিস থেকে বার বার আপত্তি তোলা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন সাড়া দিচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে "আর্থিক নৈরাজ্য" দেখা দিয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ভার্সিটিতে আয়-ব্যয়

(প্রথম পৃঃ পর)

উপরোক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয়, হিসাব পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা [redacted] অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন তহবিলের শুধুমাত্র জমা-খরচের হিসাব তৈরি করা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন খাতের বিস্তারিত হিসাব রাখা হয় না। আবার জমা-খরচের হিসাব প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পেছনে পড়ে আছে। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে হিসাবে বড় রকমের গরমিলও দেখা যাচ্ছে।

রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয় যে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত রয়েছে। এ আপত্তিসমূহের মীমাংসাকল্পে মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যথাযথ সাড়া দেয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০/১২ বছর আগের অডিট আপত্তি এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। যথাসময়ে অডিট আপত্তি সমূহের নিষ্পত্তি না হলে অডিটের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে বাধ্য বলে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থ আয়ের অন্যতম উৎস রাষ্ট্রীয় কোষাগার। মোট আয়ের সিংহভাগ আসে এ কোষাগার থেকে। অবশিষ্ট অংশ আসে শিক্ষার্থীদের বেতন ও পরীক্ষার ফি থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন হিসাব-নিকাশ বা অডিটের ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি নিরসনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ দিয়েছে।